239

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... NOV. 08 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢামেকসু নির্বাচন

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সমঝোতা, বিদায় নিয়েছে ছাত্রদল

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ (ঢামেকসু) নির্বাচন থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আকস্মিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান হওয়ায় তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠেয় এ নির্বাচনে মনোয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময় ছিল গত রোববার। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন গত ৩রা নভেম্বর ২০টি পদের জন্য ৫টি প্যানেল থেকে ১২৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেয়। ছাত্রলীগ থেকে দুটি, ছাত্রদল থেকে একটি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে একটি এবং স্বতন্ত্র একটি প্যানেল থেকে এ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেয়। কিন্তু গতকাল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আকস্মিকভাবে তাদের পূর্ণ প্যানেলের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয়।

গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।

তারা জানায়, ক্যাম্পাসে কোন নির্বাচনের পরিবেশ নেই। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের হুমকি দিচ্ছে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। তার আরও জানায়, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক তাদের ৬ জন প্রার্থীর কাছ থেকে গত ৪ঠা নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের সই আদায় করেছে। এতদিন পর ছাত্রদল কেন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা কোন জবাব তারা দিতে পারেনি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রদলের অভিযোগকে অযৌক্তিক অভিহিত করেছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুর এ খোদা টারিক জানান, ছাত্রদলের অভিযোগ সত্য নয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় দুটি প্যানেল থেকে মোট ৪০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে। প্যানেল দুটি হচ্ছে 'বিদ্যুৎ-লিপন' পরিষদ এবং 'সুদীপ-শাওন' পরিষদ। কিন্তু গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দু প্যানেলের মধ্যে সমঝোতা হয়। সমঝোতার ভিত্তিতে দু প্যানেল থেকে সম্মিলিতভাবে 'বিদ্যুৎ-শাওন' পরিষদ গঠন করে একটি প্যানেল চূড়ান্ত করা হয়। একই সাথে ৪০ জনের মধ্যে দু প্যানেল থেকে ২০ জনের মনোয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয়।

সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগে ছাত্রদল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বুঝতে পেরে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এ কারণে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিনের আগের রাতেও তারা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছে, মিছিল-সমাবেশ করেছে। কিন্তু ছাত্রলীগের দু গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর ছাত্রদলের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা উবে যাওয়ায় ছাত্রদল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।